204

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 APR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১ .....

বিদেশে কারা পড়তে যাচ্ছে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের যে সব শিক্ষার্থী পড়তে যাচ্ছে, তাদের ওপর পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন নাজমুল হক

বিদেশে অধ্যয়রনত যে সমস্ত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী আছে তাদের ব্যক্তি পরিচয় জানা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ব্যক্তি পরিচয় বলতে যারা বিদেশে অধ্যয়নরত আছে, তাদের বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো, ধর্মীয় পটভূমি, বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হলো।

অনেক ছাত্রছাত্রী যারা বিদেশে অধ্যয়নরত আছে তাদের ওপর একটি সার্ভে করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। আমাদের দেশ হতে যারা বিদেশে অধ্যয়নরত তার ৮৮.৯৩% পুরুষ এবং ১১.০৭% মহিলা। অভিবাসনকারীদের বয়ঃলিঙ্গ কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা যে চিত্র পায় তা হলো ১৪ বছরের নিচে অভিবাসনকারীদের সংখ্যা ৩.৩৪%, যাদের মধ্যে কোন ছাত্রী নেই। ১৫-১৯ বছর বয়সে গ্রুপের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪১.৬০% এবং ছাত্রী ৩.৮১% অভিবাসন করেছে। ২৫ বছরের উর্ধে মাত্র ০৬.৮৭% ছাত্রছাত্রী অভিবাসন করেছে তাদের মধ্যে ০৫.৭২% ছাত্র এবং ০১.১৫% ছাত্রী।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৮.৩০ ভাগ মুসলমান, ১০.৫০ ভাগ হিন্দু, ০.৬০ ভাগ বৌদ্ধ, ০.৩০ ভাগ খ্রীস্টান এবং অন্যান্য ০.১০ ভাগ। আর যারা বিদেশে অধ্যয়নরত আছে তাদের ৪০১৫ জনের অভিবাসনকারীর মধ্যে শতকরা ৭৮.১০ ভাগ মুসলমান, ১৯.৭০ ভাগ হিন্দু, ১.৩০ ভাগ বৌদ্ধ এবং ০.৯০ ভাগ খ্রীস্টান। এই তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, জনসংখ্যা ধর্মভিত্তিক শতকরা হারের সাথে অভিবাস কারীদের ধর্মভিত্তিক শতকরা হার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯.৭০%, বৌদ্ধ এবং খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রেও এই হার কিছুটা বেশি। অর্থাৎ মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অমুসলমান ছাত্রছাত্রীদের অভিগমন হার বেশি। হিন্দুদের মধ্যে অভিগমের হার বেশি এবং এটা মূলত ভারতমুখী। এর কারণ ভারত হিন্দুপ্রধান এবং সেখানে হিন্দুদের অভিগমন সহজতর। একটি সম্প্রদায় বিবাহের পৌনঃপুনিকতা বৈশিষ্ট্য এবং বিচ্ছেদসহ সামগ্রিক অবস্থাই হচ্ছে তাদের বৈবাহিক অবস্থা। বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখা যায় অভিবাসনের পূর্বে শতকরা ৯৬.১৮ জন অবিবাহিত। তার কারণে বলা যায়, অভিবাসনকারীদের অধিকাংশই পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে তা পরিবর্তন হয়ে অবিবাহিতের সংখ্যা শতকরা ৯২.৩৭।

বিবাহিত সংখ্যা অভিবাসনের পূর্বে শতকরা ০৩.৮২ এবং বর্তমানে কিছু বেড়ে হয় ০৭.৬৩%। আমাদের দেশের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হবার কারণে যে সকল ছাত্রছাত্রী উন্নত দেশে অভিবাসন করেছে তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

অভিবাসনকারী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি পরিচয় থেকে দেখা যায়, যে সকল শিক্ষার্থী বিদেশে অধ্যয়নরত আছে তাদের ৫ জনের ৪ জনেরই বয়স ১৫-২৫ বছর এবং শিক্ষার্থীদের ১০ জনের ৯ জনই পুরুষ ও অবিবাহিত। আমাদের ব্যর্থ শিক্ষানীতি এবং সুস্থ পরিবেশের অভাবে দিন দিন অভিবাসনকারীদরে সংখ্যা বেড়েই চলছে যা একদিন আমাদের দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হাহাকার সৃষ্টি করবে।